আজকের কাগজ

তারিখ 29 APR 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

251

ছাত্রলীগ (না—শ)—এর দুই গ্রুপের মধ্যে আবার সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ভয়াবহ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ক্যাম্পাস পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে। ছাত্রলীগের (না-শ) বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরেও সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। দুপুর দেড়টার দিকে মহসীন হল, সূর্যসেন হল, জিয়াউর রহমান হল, মুজিব হল এলাকায় দু'দলের মধ্যে কমপক্ষে ৭০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে। পুলিশ সংঘর্ষে লিপ্ত সশস্ত্র তরুণদের ছত্রভঙ্গ করতে কমপক্ষে ২০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে। আধঘন্টাব্যাপী এ যুদ্ধে কেউ হতাহত হয়নি। দু'দলের মধ্যে গুলি বর্ষণের ঘটনায় ক্যাম্পাসে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একদল মহসীন হলে অপর পক্ষ সূর্যসেন হল ও জিয়াউর রহমান হলের চারদিকে ও ছাদে অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গুলি বর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে তারা পরস্পরকে লক্ষ্য করে গালমন্দ করে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, উভয় দলই বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বহিরাগত তরুণদের দলে ভিড়িয়ে স্ব স্ব শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ক্যাম্পাসে মারাত্মক সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে। হলের আবাসিক ছাত্ররা কলাভবন সংলগ্ন হল বিশেষ করে সূর্যসেন ও মুহসীন হলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দু'গ্রুপ অবস্থান করায় এই দুই হলের শিক্ষার্থীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

এদিকে বিবদমান দু'গ্রুপের সংঘর্ষ দৃশ্যত সংগঠনের তরুণ কর্মীদের মধ্যে সংঘটিত হলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এর নেপথ্য কারণ বলে জানা গেছে। এই দ্বন্দ্ব খোদ সভাপতি নাজমুল হক প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক শফি আহমেদের মধ্যেই। ছাত্রলীগের (না-শ) পিতৃ সংগঠন জাসদ (ইনু)ও এই দ্বন্দ্ব বলয়ের বাইরে নয় বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, ছাত্রলীগের (না-শ) এই দ্বন্দ্বের ফলেই ছাত্রনেতা আবু হাসান মুন্নাদ নিহত হয় এবং প্রধান গ্রুপ এই হত্যার জন্যে 'শফি গ্রুপ'কে প্রকাশ্যভাবে দায়ী করে। সেই থেকে এই দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করে। ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনাবলী এই দ্বন্দ্বেরই সশস্ত্র রূপ। গত কয়েক দিন যাবত উভয় গ্রুপের মধ্যে এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগ সভাপতি তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রম বন্ধ করে। কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা না চললেও সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটতে পারে।